বাণিজ্য ও শিল্প

বাণিজ্য (২০০৯-২০১২)

- দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্য উদারীকরণ। উদার আমদানি নীতি অনুসরণ।
- ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর মেয়াদী আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন।
- ২০১২-১৫ আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন।
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির ফলে রপ্তানি আয়ে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন।
- চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ প্রদান। এসব বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫-৬ নভেম্বর ২০১২ লাওসে অনুষ্ঠিত এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম) এর শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আসেমের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

- জাপানে নিটওয়ের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধা পেতে রুলস্ অব অরিজিনের শর্ত তিন স্তর থেকে দুই স্তরে শিথিল। জাপানে তৈরী পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি।
- রপ্তানিতে বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ২টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন।
- প্রথম প্যাকেজে বিভিন্ন রপ্তানি খাতকে ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান। এর আওতায় পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, চিংড়ী, বস্ত্র খাত সহ ১৭টি সেক্টরে নগদ সহায়তা প্রদান।
- দ্বিতীয় প্যাকেজে রপ্তানি খাতকে আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান। বস্ত্রখাতে অতিরিক্ত ১১৮ কোটি টাকা সহায়তা ও বিদ্যুৎ বিলের উপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান।

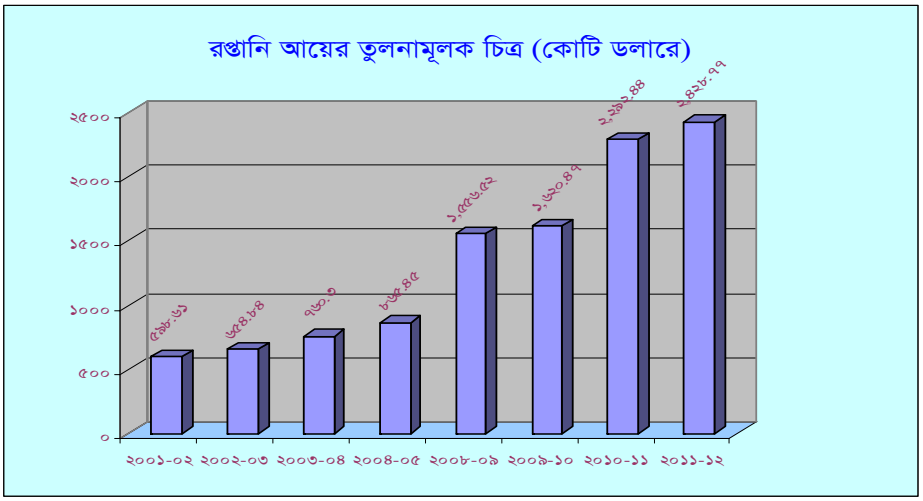

- মোট রপ্তানি আয় ৭ হাজার ৮৯৮ কোটি ডলার। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে আয় ২ হাজার ৮৭৯ কোটি ডলার। ১৭৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, ইউরোজোনে মারাত্মক অর্থ সংকট, উন্নত বিশ্বের বাজারগুলোতে চাহিদা হ্রাসসহ নানামুখী নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গড় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশ অর্জন।

সারণী: রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র (কোটি ডলারে)।

সময়	রপ্তানি আয়	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)
২০০১-০২	৫৯৮.৬১	৩.২
২০০২-০৩	৬৫৪.৮৪	৯.৩৯
২০০৩-০৪	৭৬০.৩	১৬.১
২০০৪-০৫	৮৬৫.৪৫	১৩.৮৩
মোট	**২,৮৭৯.২০**	**১০.৬৩**
২০০৯	১,৫০৮.৪৪	৭.০৬
২০১০	১,৯১৯.৪৪	২৭.২৫
২০১১	২,৩৯৭.৪৩	২৪.৯
২০১২	২,৫১১.২৮	৪.৭৫
মোট	**৮,৩৩৬.৫৯**	**১৬.২**

- গ্রামীণ কাঁচামাল ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ভিত্তিক পণ্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচীর আওতায় আগর উড, আতর, রাবার, মাটির টালিসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি।
- জাহাজ রপ্তানি উন্নয়নে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ ও সম্ভাবনাময় বাজারগুলোতে পণ্য পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ১১১টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন। ১ হাজার ৬৬৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ। ২০০ কোটি ডলারের অর্ডার লাভ।
- রপ্তানি পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার স্থাপন।
- বাংলাদেশের কৃষ্টি, শিল্প ও বাণিজ্য সামর্থ্য ও টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বহির্বিশ্বে প্রচারের লক্ষ্যে সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো-২০১০ এবং কোরিয়ায় এক্সপো-২০১২ ইয়োশো কোরিয়া অংশগ্রহণ।
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় ২৫৭ কোটি টাকার অর্ডার লাভ।
- পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে রমজান মাসসহ সারাবছর মনিটরিং করার লক্ষ্যে ১৪টি মনিটরিং টিম গঠন।
- প্রত্যেক রমজান মাসে সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাস।
- রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্প, ইপিজেড এলাকা ও চিংড়ি খাতে শ্রমমান ও সোসাল কমপ্লায়েন্স আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে "বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম" বাস্তবায়ন।
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে জাহাজ নির্মাণ, ফার্নিচার, ডায়মন্ড কাটিং ও পলিশিং, আগর-উড, আতরকে নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
- আইসিটি, মৎস্য, চামড়া, ভেষজ উদ্ভিদ ও পণ্য, হালকা প্রকৌশল ও কৃষিজাত দ্রব্য এ ৬টি খাতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি প্রমোশন পরিষদ গঠন।
- বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবসা পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে নিত্যপণ্য বিপণনে ডিও ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিস্ট্রিবিউটরশীপ পদ্ধতি প্রবর্তন।
- বাণিজ্য বিষয়ক মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে অংশগ্রহণ।
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবাখাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি মোস্ট ফেবারড্ নেশনস্ ওয়েবার গৃহীত।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ট্রিপস্ চুক্তির অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৩ সালের পরেও বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি।
- রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে ডাটাবেইজ তৈরী।
- রপ্তানি সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জাতীয় রপ্তানি ভবন নির্মাণাধীন।
- রপ্তানি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য মোট ১৯৬ জন রপ্তানিকারক এবং ১০১ জন ব্যবসায়ীকে সিআইপি প্রদান।

- বিভিন্ন খাতের ৬১ জন শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারককে রপ্তানি ট্রফি প্রদান।
- মোট আমদানি ১২ হাজার ৫ কোটি ডলার। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে আমদানি ৪ হাজার ২২৪ কোটি ডলার। ১৮৪ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

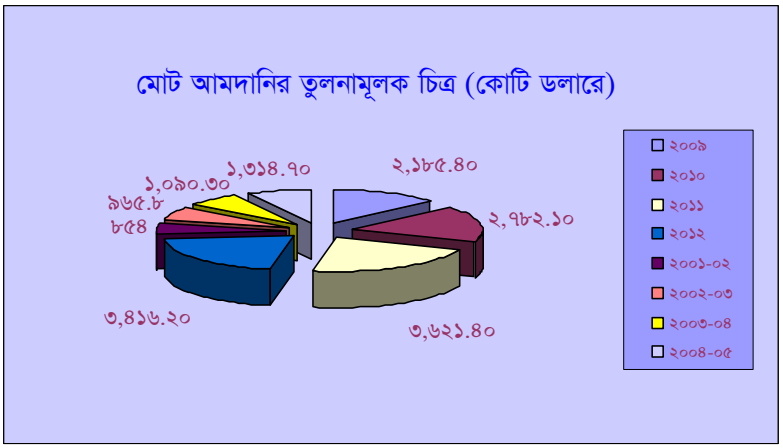

- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা সম্প্রসারণ।
- সাফটার আওতায় সার্ক দেশগুলোর সেনসিটিভিটি লিস্ট ২০ শতাংশ হ্রাস। সার্ক এগ্রিমেন্ট অব ট্রেড ইন সার্ভিসেস স্বাক্ষর।
- শিল্পের কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমদানি বৃদ্ধি। ভোগ্যপণ্য আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস।

সারণী: আমদানি পণ্যের তুলনামূলক চিত্র (কোটি ডলারে)।

অর্থবছর	ভোগ্যপণ্য	মূলধনী যন্ত্রপাতি	জ্বালানি	কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য	মোট ব্যয়
২০০৯	১৯৯.৪	১৪৬.৯	২১১	১,৬২৮.২০	২,১৮৫.৪০
২০১০	২২৬.৮	১৮৩.৬	২৯৩.৯	২,০৭৭.৯০	২,৭৮২.১০
২০১১	২৭৫.৩	২৩৩.৯	৪৯০.২	২,৬২২	৩,৬২১.৪০
২০১২	৩১৯.৫	১৮৫.৪	৪৮৫.১	২,৪২৬.৩০	৩,৪১৬.২০
মোট	১০২১	৭৪৯.৮	১,৪৮০.২০	৮,৭৫৪.৪০	১২,০০৫.১০
২০০১-০২	৪৩.৪	৫৬.২	৮১.৬	৬৯৮.২	৮৫৪
২০০২-০৩	৭০.৬	৫৬.৮	৯৭.৩	৭৮১.৬	৯৬৫.৮
২০০৩-০৪	৭৯.২	৭৮.৬	১১৭.৬	৮৫৩.৯	১,০৯০.৩০
২০০৪-০৫	৯৪.৮	১২১.১	১৭৬.২	৯৭৭.৭	১,৩১৪.৭০
মোট	২৮৮	৩১২.৭	৪৭২.৭	৩,৩১১.৪০	৪,২২৪.৮০
তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি (%)	২৫৪.৫	১৩৯.৮	২১৩.১	১৬৪.৩৭	১৮৪.২

- এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্টের আওতায় এগ্রিমেন্ট অব ট্রেড ফেসিলিটেশন, এগ্রিমেন্ট অন প্রমোশন, প্রটেকশন এন্ড লিবারালাইজেশন অব ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এগ্রিমেন্ট অন লিবারালাইজেশন অব ট্রেড ইন সার্ভিসেস ৩টি চুক্তি স্বাক্ষর।
- বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন।
- ব্যবসা বাণিজ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন।
- মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং পদ্ধতির ব্যবসা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশব্যাপী টিসিবি'র ডিলার এবং খোলা বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ডিলারের সংখ্যা ১৪০ জন থেকে ৩ হাজার ৫৩ জনে উন্নীত।
- টিসিবি'র গুদাম ধারণক্ষমতা ১১ হাজার ৭০ টন থেকে ৪৩ হাজার ৬৪৫ টনে উন্নীত।
- বাজার চাহিদা ও মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৫৫ কোটি টাকার পণ্য আমদানি।
- সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রায় ৮০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান।
- ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা। বাজার অভিযান পরিচালনা। ৫ হাজার ২৮৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়।
- চা উৎপাদন বর্তমানের ৬ কোটি কেজি থেকে ১০ কোটি কেজিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৯৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- উত্তরবঙ্গে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি চা বাগান, ১৫ জন স্মল হোল্ডার্স ও ২৬৮ জন স্মল গ্রোয়ার্স এর মধ্যে চা চাষ সম্প্রসারণ। ১ হাজার ২০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনয়ন।
- পার্বত্য জেলাগুলোতে ১১৬ হেক্টর জমি চা-চাষের আওতায় আনয়ন। ৩২টি চা বাগান উন্নয়নে ৪০৩ কোটি টাকার কর্মসূচী গৃহীত।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি উন্নত ক্লোন জাতের চা উদ্ভাবন। ৫৫টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান।
- ২ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ। চা শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষায় শ্রীমঙ্গলে দেশের একমাত্র "টি মিউজিয়াম" প্রতিষ্ঠা।

- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে সাফল্য। সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ, আইসিটি পণ্য ও সেবা, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, হোম টেক্সটাইল ও

টয়লেট্রিজ পণ্য এ আটটি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান। এ খাতগুলো থেকে ব্যাপক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন।

- ফিনিসড চামড়া, হিমায়িত খাদ্যসহ আরো ১২টি সেক্টর বিশেষ উন্নয়ন খাত হিসেবে চিহ্নিত। বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদান।
- আন্তর্জাতিক মানের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন।
- টেক্সটাইল প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ডিজাইন উন্নয়নে ৫ বছর মেয়াদী সহায়তা কার্যক্রম।
- পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলকে শক্তিশালীকরণ।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল শুল্ক বন্দরসমূহ পর্যন্ত উভয় দেশের ট্রাক চলাচল, বাংলাবান্ধায় নেপালের ট্রাক প্রবেশ এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২টি সীমান্তহাট চালু এ ৩টি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর স্বাক্ষরিত।
- তৈরী পোশাকের ডিজাইন ও মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নেপাল ও ভূটানের সাথে সরাসরি ট্রানজিট পণ্য পরিবহন।
- রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সকল গ্রাহক সেবা কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন। ৪ ঘণ্টায় কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, ডাকযোগে সার্টিফাইড কপি প্রেরণ ও নিবন্ধন সনদ প্রদান।

ট্যারিফ কমিশন (২০০৯-২০১২)

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সম্পাদিত বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক চুক্তি যথা এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন বণিক সমিতিতে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন।
- পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সরকারের নিকট উপস্থাপন।
- দেশীয় টায়ার শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে টায়ার আমদানিতে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ।
- ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ অন ট্রেড বাস্তবায়নাধীন।
- দেশীয় মোটরসাইকেল শিল্প সংরক্ষণ সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ পেশ।

- পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ জার্ম কিল কিট এর শুল্ক হ্রাসকরণ।
- সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন।
- অটোমোটিভ ও স্টোরেজ ব্যাটারি, সফটওয়্যার শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা, মেলামাইন শিল্পের সম্ভাবনা, বাণিজ্য সহজীকরণ, বলপয়েন্ট পেন বিষয়ক স্টাডি সম্পন্ন।
- সাফটার আওতায় সেবাখাতের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ ও অফার তালিকা প্রণয়ন।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি রুলস অব অরিজিন এর রিজিওনাল কিউমিউলেশন এর অধীনে ভারতকে নোটিফাই করার বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, আশিয়ান দেশসমূহ, জাপান, কানাডা ও ভারতের সঙ্গে কোরিয়ার এফটিএ স্বাক্ষরের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বার্থ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- রাশিয়া ফেডারেশন ও বাংলাদেশ এর মধ্যে সম্পাদিতব্য পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে রাশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়ন।
- ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সব প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাটসূতা রপ্তানির উপর ভারত সরকার কর্তৃক ৪ শতাংশ হারে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ সম্পর্কিত মতামত প্রণয়ন।
- এসকাফ এর উদ্যোগে ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল সার্ভে অব এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত ইনপুটস সংকলনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তির ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- দক্ষিণ আমেরিকার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- বাংলাদেশের ট্যারিফ রিডাকশন সিডিউল প্রণয়ন।
- ডি-৮ বিজনেস প্রমোশন প্ল্যান সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন।
- ভারত মহাসাগরীয় তীরবর্তী আইওআরভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ট্রেড কম্প্লিমেন্টারিটিজ সংক্রান্ত স্টাডির টার্মস্ অব রেফারেন্স প্রণয়ন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি তৈরী।
- রাশিয়া ফেডারেশনে জিএসপি সুবিধা আদায়ে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রণয়ন।
- ভূটানের জন্য বাংলাদেশের ২টি পণ্যের অফার তালিকা এবং ভূটান প্রদত্ত পণ্যের শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন।
- চীনে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য ১০টি পণ্যের তালিকা প্রণয়ন।
- ডি-৮ এর রুলস অব অরিজিন এর আওতায় অফার লিস্ট প্রণয়ন।

- বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে প্রস্তাবিত ট্রানজিট চুক্তির উপর মতামত প্রেরণ।
- ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় ভর্তুকি সম্পর্কিত বাংলাদেশের রুলস্, এন্টি-ডাম্পিং অ্যাকশন, কাউন্টার-ভেইলিং অ্যাকশন ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিফিকেশন তৈরী।
- দেশে উৎপাদিত চশমার প্লাস্টিক ফ্রেম, মেটাল ফ্রেম, সানগ্লাস ও অন্যান্য (রিডিং) ফ্রেমের উপর শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব প্রেরণ।
- জাহাজ নির্মাণ খাতে রেয়াতী সুবিধা প্রদানের তালিকা থেকে ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রত্যাহার পূর্বক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড আমদানিতে পূর্বের ন্যায় ২৫ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখা।
- লিকুইড গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ সিরাপের উপর ২৫ শতাংশ রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ।
- আমদানিকৃত পেপার ও পেপার বোর্ডের শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে হ্রাস।
- আমদানিকৃত সম্পূর্ণায়িত প্রিন্টেড বুকস্, ব্রসিউর, লিফলেট ও প্রিন্টেড মেটার এর উপর শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে-এ উন্নীতকরণ।
- বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার এর সুপার এনামেল কপারওয়্যারের উপর নতুন এইচএসকোড সংযোজনপূর্বক এর উপর ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ।
- বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার এর সুপার এনামেল এ্যলুমিনিয়াম ওয়্যার এর উপর বর্তমানে আরোপিত ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার।
- ভিসকস রেয়ন ফিলামেন্ট ইয়ার্ন এর মূসক প্রত্যাহার। ফাইবার অপটিক কেবল এর কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস। এরোমেটিক অয়েল এর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এলসি ওপেন ও এলসি সেটেল্ড এর তথ্য নিয়ে পণ্যের অতিমূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন বিশ্লেষণ করা এবং পণ্যের সাপ্লাই চেইন সঠিক পর্যায়ে আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা।
- পণ্যের খুচরা মূল্য, পাইকারী মূল্য ও ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন এবং জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা।
- এলাকাভিত্তিক পণ্য বিতরণের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ।

বৈদেশিক বিনিয়োগ (২০০৯-২০১২)

- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি। বিভিন্ন খাতে শিল্প স্থাপিত। রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন।
- মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩৯২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে বিনিয়োগ ১৮৩ কোটি ডলার। ১১৪ দশমিক ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

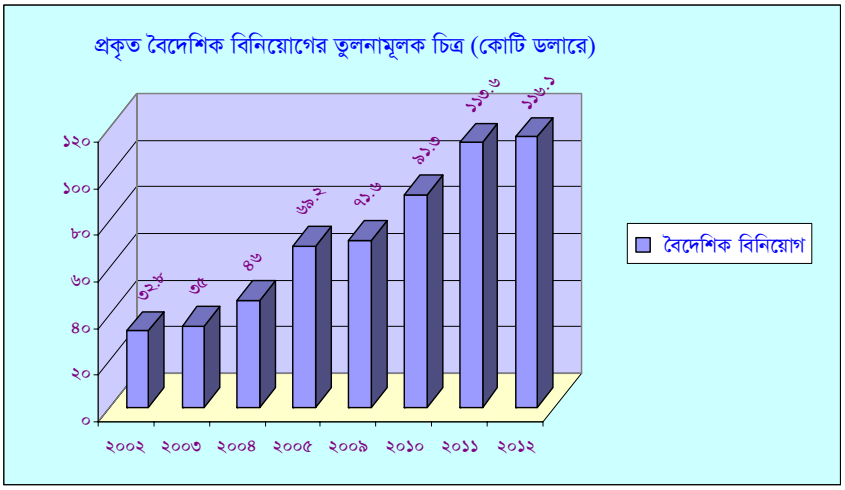

- ২৫৯টি বিনিয়োগ নিবন্ধন লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন।
- ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৬৯ কোটি টাকার ৬ হাজার ১৭৫টি স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধিত।
- ৮১ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকার ৭০৯টি শতভাগ বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধিত।

সারণী: স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ নিবন্ধনের তুলনামূলক চিত্র।

বছর	প্রকল্পের সংখ্যা		বিনিয়োগ (কোটি ডলার)		প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান	
	বৈদেশিক	স্থানীয়	বৈদেশিক	স্থানীয়	বৈদেশিক	স্থানীয়
২০০২	৯৩	১,৯৮৮	২৫.৪৮	১৭৭.৯	২০,৪৯৫	৩,০৩,৩৬৯
২০০৩	১১৬	১,৮৬২	৪৪.৯৫	২১৯.১৫	২৬,৯৬৭	২,৬৮,৯৭৫
২০০৪	১২০	১,৪৬৯	৮৬.৪	২৩১.৯	২৯,৩৩৮	৩,৯৫,৮৯৪
২০০৫	১৩৫	১,৭৫৪	৩৭৯.৪	২৭৩	৪৬,২০৪	৩,৭২,৩২৫
মোট	**৪৬৪**	**৭,০৭৩**	**৫৩৬.২৩**	**৯০১.৯৫**	**১,২৩,০০৪**	**২,৪০,৫৭৪**
২০০৯	১২৯	১,৩৯৫	৬৬.৩৮	২৫৮.৭৮	৩৩,০৯২	২,৫৪,৬৯০
২০১০	১৮৫	১,৬০০	৩১৩.৮৫	৬২৭.৬৮	৫৭,৯১৬	৩,৯০,৮১০
২০১১	২১৯	১,৭৫৫	৬৪৪.৮১	৭৩১.৬৯	১,২৬,৯০৬	৩,৬২,৬১৯
২০১২	২০০	১,৬৫৫	২৬০.৮৩	৬০৮.০৮	৫৫,২৯২	৩,০৮,৫৪২
মোট	**৭৩৩**	**৬,৪০৫**	**১,২৮৫.৮৭**	**২,২২৬.২৩**	**১,৭৩,২০৭**	**২,১৬,৬৭২**

- বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে ২৯টি সভা, সেমিনার, রোড শো ও কর্মশালার আয়োজন।
- তুরস্ক, হংকং, সুইডেন ও সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগ সেমিনার আয়োজন।

- বিনিয়োগ বোর্ডের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া গ্রাহকমুখী ও সহজীকরণ। বিনিয়োগ নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণ করার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস এবং গ্রাহক সেবার মান যাচাই করার জন্য অনলাইন সার্ভিস ট্র্যাকিং চালু।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিনিয়োগকারীদের জন্য সার্বক্ষণিক অন এরাইভেল সার্ভিস প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২২ ডিসেম্বর ২০১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইনলাক সিনাওয়াত্রা সাক্ষাৎ করেন।

- দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের ২ হাজার ৬০৭টি প্রাক বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান।
- বিওআই হ্যান্ড বুক এন্ড গাইডলাইন্স, এফডিআই ইন বাংলাদেশ ১৯৭১-২০১০, কস্ট অব ডুইং বিজনেসসহ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার বিভিন্ন প্রচারপত্র প্রকাশ।
- ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনিয়োগ বোর্ড ভবন নির্মাণাধীন।
- ৪ হাজার ৭৪৩ জনকে শিল্পে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান, ৬ হাজার ৬২৪ জনের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি, ৩৩৯টি নতুন লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন, ৪৫৮টি লিয়াজোঁ অফিসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ১৪১টি ব্রাঞ্চ অফিস নতুন স্থাপন, ২১১টি ব্রাঞ্চ অফিসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ১৮টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস নতুন স্থাপন, ৯টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ৩ হাজার ৬৬৩ জনকে বাণিজ্যিক ওয়ার্ক পারমিট প্রদান এবং ৩ হাজার ৭২৫ জনের বাণিজ্যিক ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি।
- শিল্পখাতের সামগ্রিক অবস্থা জানতে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক সমীক্ষা পরিচালনা।
- বিনিয়োগকারীদের প্রণোদনা দেয়ার জন্য সফল উদ্যোগের কাহিনী সংবলিত যৌথ বিনিয়োগ এর উপর দু'টি এবং স্থানীয় বিনিয়োগ এর উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় বিনিয়োগের লক্ষ্যে পিপিপি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। ৩টি গাইডলাইন প্রণয়ন, ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত।

- পিপিপি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড গঠন।
- পিপিপি'র আওতায় ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। ১৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার এবং ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণাধীন।
- দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৬ সালে বেসরকারী ইপিজেড আইন প্রণয়ন। এর আওতায় কোরিয়ান ইপিজেড ও রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড প্রতিষ্ঠা। উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম শুরু। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোতে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন। এর আওতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।
- দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- বৈদেশিক অনুদানে পরিচালিত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু।

শিল্প (২০০৯-২০১২)

- সরকারী ও বেসরকারী খাতের শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প নীতি প্রণয়ন।
- শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান, দেশীয় মূল্য সংযোজন, রপ্তানি ও কাঠামোগত উন্নয়ন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আংটাড এর সহায়তায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা অব্যাহত।
- দারিদ্র্য দ্রুত বিমোচন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে এসএমই নীতি ও কৌশল প্রণয়ন। ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০১টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃঅর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, আইডিএ তহবিল ও এডিবি তহবিল পরিচালনা।
- ২১টি ব্যাংক ও ২২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩২ হাজার ১৮টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ২ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন।
- ৩৯ হাজার ২১৩ জন নারী এসএমই উদ্যোক্তাকে ৫ হাজার ৯৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান।
- ৬ হাজার ৩৬৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৪৪৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন।

- এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তার জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের ১৫ শতাংশ বরাদ্দ, ১০ শতাংশ সুদ হারে ঋণ প্রাপ্তি, ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ সেবা কেন্দ্র স্থাপন।
- এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ। উদ্যোক্তাদের তাৎক্ষণিক ঋণ চুক্তিসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর ও বগুড়ায় ৬টি আর্থিক মেলা অনুষ্ঠিত।
- এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ২০০ কোটি টাকার অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর।
- এসএমই পণ্যের টেকসই বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ৩০০ কোটি টাকার অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তা সৃজনসহ ৬টি সেক্টরে এসএমই স্টাডি পরিচালনা।
- এসএমই নারী উদ্যোক্তা সৃজনে জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু।
- প্রতি জেলায় ন্যূনতম একটি করে মোট ৭১টি এসএমই হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন।
- শিল্প উন্নয়ন ও উদ্ভাবন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিসিক শিল্প প্লটের বরাদ্দ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বিসিকের উদ্যোগে ৪০ হাজার ২৬৬টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ৮ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ।
- ৩ লক্ষ ১৯ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। ৫৮ হাজার ৬৫৩ জন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ। ৩৬ হাজার ৪৪৭ জন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা সৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন।
- বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে ১ লক্ষ ৯৩২ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন। ৫৭ হাজার ২৮৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিসিক কর্তৃক ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- ভূয়াপুর, ঝালকাঠি, মিরশরাই, বরগুনা ও ভৈরবে ৫টি শিল্প নগরী স্থাপন ও ৫টি শিল্প নগরী উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্লাস্টিক, অটোমোবাইল, মুদ্রণ, শতরঞ্জী ও গার্মেন্টস্ শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- এ শিল্প নগরী ও শিল্প পার্কগুলোতে ১ হাজার ৮৬৩টি শিল্প প্লট, ১ হাজার ৩৮০টি শিল্প ইউনিট স্থাপন ও ২ লক্ষ ৪৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ৪৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্প পার্ক নির্মাণাধীন।

- লবণ চাষী, লবণ মিল মালিক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করে জাতীয় লবণ নীতিমালা প্রণয়ন। খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ শিল্পের উন্নয়ন।
- ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার টন লবণ উৎপাদন। ৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ।
- মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন গঠন।
- ৮৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্পগুলোকে সাভারে ২০৫ একর জমিতে নির্মিত চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ। ১৫৫টি শিল্প ইউনিটকে প্লট বরাদ্দ। প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- চামড়া শিল্পের কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ কাজ শুরু।
- ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়াতে ২০০ একর জমির ওপর অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস শিল্প পার্ক নির্মাণাধীন। ৪২টি শিল্প প্লটে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- রংপুরে একটি বেনারসী পল্লী নির্মাণাধীন। ৬০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ১২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ।
- ভারত, ডেনমার্ক, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ ২৯টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর। বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা শুরু। আরও ৮টি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন।
- ২০১২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডি-৮ শিল্পমন্ত্রীদের তৃতীয় সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোতে শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে সুযোগ সৃষ্টি।
- বার্ষিক ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৮ কোটি ডলার ব্যয়ে চীনের সহযোগিতায় শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণাধীন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ মার্চ ২০১২ সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

- সিরাজগঞ্জে নর্থওয়েস্ট ইউরিয়া সার কারখানা এবং ভোলায় একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃচালুকরণ।
- খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ এবং নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ পুনঃচালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- যমুনা সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, ফেঞ্চুগঞ্জ ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফেক্টরী ও কর্ণফুলী পেপার মিলস্ মেরামত ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- বিসিআইসি'র সার কারখানাগুলোতে ৪১ লক্ষ ২০ হাজার টন ইউরিয়া সার, ২ লক্ষ ১০ হাজার টন টিএসপি, ১ লক্ষ ৪১ হাজার টন ডিএপি উৎপাদন।
- প্রতি কেজি টিএসপি এর মূল্য ৩৮ টাকা থেকে ২৫ টাকা এবং প্রতি কেজি এমওপি এর মূল্য ২৫ টাকা থেকে ১৫ টাকায় হ্রাস।
- প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সারের গুদাম নির্মাণ।
- দেশীয় চিনিকলগুলোতে মোট প্রায় ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চিনি উৎপাদন। আহরণের হার ৭ দশমিক ৪ শতাংশ।
- ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টন মোলাসেস উৎপাদন। ১৯৪ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন। ২৯ লক্ষ লিটার ফরেন লিকার উৎপাদন।
- চিনিকলগুলোর যন্ত্রাংশ তৈরীর মাধ্যমে চিনি উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৩ হাজার ৯৪৮ টন ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদন। ৭টি চিনিকলের সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন।
- চিনি ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরিদপুর সুগার মিল ও কেরো এন্ড কোম্পানীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
- ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার একর আখচাষীর জমি এবং ১৭ হাজার ৬৪২ একর বাণিজ্যিক খামারে ইক্ষু চাষ। ১ কোটি ২২ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপাদন। ইক্ষু চাষীদের মধ্যে ৩৮৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- রোপা আখচাষীদের ৩৩ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান।
- কৃষক পর্যায়ে প্রতি টন আখের মূল্য ১ হাজার ৭৬৮ টাকা থেকে ২ হাজার ৫৫০ টাকায় উন্নীত।
- জাহাজ ভাঙ্গা খাতকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা। নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

- চিটাগাং ড্রাই ডক এ সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের লক্ষ্যে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইস্টার্ন টিউবস্ কারখানায় পূর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব ও টিউব লাইট উৎপাদন শুরু।
- সাশ্রয়ী মূল্যে হোন্ডা মোটর সাইকেল সংযোজন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিএসইসি জাপানের হোন্ডা মটর কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আধুনিক পাজেরো স্পোর্টস সিআর-৪৫ মডেলের মিৎসুবিসি জীপ বাণিজ্যিকভাবে সংযোজন। ২৪০টি জীপ সংযোজিত এবং ১৮৯টি বিক্রি।
- প্রগতিতে সেডান কার সংযোজনের লক্ষ্যে মিৎসুবিসির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- ঢাকায় প্রগতি একটি ওয়ার্কশপ কাম শো-রুম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সার্ক আঞ্চলিক মান বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর।
- ১ হাজার ৪০৩টি জাতীয় মান প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) এর ল্যাবরেটরী ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ভারতের ন্যাশনাল এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ থেকে এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন।
- বিএসটিআই'তে সিএনজি মাস ভেরিফিকেশন ল্যাবরেটরী স্থাপন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহারের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাউথ এশিয়া রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস বডি-এর অফিস ভবন ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপনপূর্বক কার্যক্রম শুরু।
- ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে একটি নতুন ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ। একটি আধুনিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ল্যাবরেটরী স্থাপন।
- বিশ্বমানের ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং ল্যাবগুলোর এ্যাক্রিডিটেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল নিরোধে ৪ হাজার ৫৩৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ১ হাজার ৭৪১টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা। ৭ হাজার ৩৩১টি মামলা দায়ের, ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়, ১৩৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান।
- সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা।
- মেধাস্বত্ত্ব সম্পদ অধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা রক্ষায় ট্রেডমার্কস আইন প্রণয়ন। পেটেন্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- ৩২ হাজার ২৩০টি দেশী ও ১০ হাজার ৩৮১টি বিদেশীসহ মোট ৪২ হাজার ৬১১টি ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রেশন আবেদন গ্রহণ।
- ১ হাজার ৬৪৩টি দেশী এবং ৪ হাজার ৮৮৪টি বিদেশীসহ মোট ৬ হাজার ৫২৭টি ট্রেডমার্কস সার্টিফিকেট প্রদান। ৩৫ হাজার ৩১১টি ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান।
- বিগত সরকারের ৫ বছরে ৩০ হাজার ৫৬৬টি ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রেশন আবেদন গ্রহণ। ৬ হাজার ৫২৭টি ট্রেডমার্কস সার্টিফিকেট প্রদান।
- ২০৭টি দেশী ও ১ হাজার ১২৫টি বিদেশীসহ মোট ১ হাজার ৩৩২টি পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন আবেদন গ্রহণ।
- ৬৮টি দেশী ও ৩৯৩টি বিদেশীসহ মোট ৪৬১টি পেটেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান।
- ৪ হাজার ৭৬টি দেশী ও ৩০৭টি বিদেশীসহ মোট ৪ হাজার ৩৮৩টি ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন আবেদন গ্রহণ।
- ২ হাজার ৭৮৩টি দেশী ও ২৩৭টি বিদেশীসহ মোট ৩ হাজার ২০টি ডিজাইন সার্টিফিকেট প্রদান। ৮০৪টি ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান।
- নতুন আবিষ্কার ও মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণে পেটেন্ট আইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন ও জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটরস্ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্স এন্ড সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক গাইডলাইন অনুসরণ করে ১১টি পরিবীক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রদান।
- আরও চারটি ল্যাবরেটরীকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু।
- দেশে হালাল খাদ্যের স্ট্যান্ডার্ড চালুর লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড মেট্রোলজী ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা।
- বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রদান শুরু।
- কারিগরি শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত বেকার যুব সমাজের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর মাধ্যমে ৬ হাজার ৪২ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিটাকের নিজস্ব প্রযুক্তিতে ২৫০ কোটি টাকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরী।
- ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিটাকের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত যুব সমাজকে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ৫ হাজার ৪০ জন নারী ও ৭ হাজার ২০০ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১ হাজার ৫০ জন পুরুষ এবং ৯৭৩ জন নারীসহ মোট ২ হাজার ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান।

- দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বিটাক বগুড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন এবং প্রতি বছর ২ অক্টোবর উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষণা।
- ৯৩টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কোর্সের মাধ্যমে ৩ হাজার ১৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উৎপাদশীলতা বিষয়ক ১২টি কর্মশালা, ২৪টি গবেষণা প্রতিবেদন, ১৮৪টি সচেতনতা প্রচার অভিযান, ১১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার, ২০টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩৭৫ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ব্যবস্থাপনা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্বল্প মেয়াদী ২১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩ হাজার ২৫০ জনকে এবং ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২ হাজার ১৭০ জনসহ মোট ৫ হাজার ৪২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৩৫টি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- ১৪ হাজার ৫০০টি বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদান। ১ হাজার ১৯১টি নতুন বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান। ৩৭৪টি স্থানীয়ভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে বয়লার তৈরী।
- ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়।

ইপিজেড ও অর্থনৈতিক জোন (২০০৯-২০১২)

- রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন করা, উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা প্রদান, শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠা।
- ছিয়ানব্বইয়ের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে ঢাকা ইপিজেড সম্প্রসারণ, ১৯৯৯ সালে মংলা, ২০০০ সালে কুমিল্লা, ২০০১ সালে ঈশ্বরদী ও উত্তরা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা।

সারণী: ইপিজেডগুলোতে কর্মসংস্থান (জন), বিনিয়োগ ও রপ্তানি (কোটি ডলারে)।

বছর	কর্মসংস্থান	বিনিয়োগ	রপ্তানি
২০০৯	৩৪,৪০৮	১৪.২৩	২৫৯.৮৪
২০১০	৩৯,৫৮৩	২৫.৪৬	৩১৫.০৩
২০১১	৪৫,৪৬৬	৩৯.৬	৪১১.০৬
২০১২	২৭,১৮৫	৩৯.৭১	৪৪২.৯
মোট	১,৪৬,৬৪২	১১৯	১,৪২৮.৮৩

- দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- ৫৫৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান। ৪১২টি শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত। ১৪৬টি শিল্প নির্মাণাধীন।
- উৎপাদনরত ৪১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩১টি বিদেশী বিনিয়োগ, ৬৩টি যৌথ বিনিয়োগ এবং ১১৮টি দেশীয় বিনিয়োগে স্থাপিত।
- উত্তরা, ঈশ্বরদী, মংলা, কুমিল্লা এবং আদমজী ইপিজেড এর নতুন প্লটগুলোতে বরাদ্দ প্রদান। শিল্প স্থাপন শুরু।
- ২০০৯-২০১২ এই ৪ বছরে ইপিজেডগুলোর মোট রপ্তানি ১ হাজার ৪২৯ কোটি ডলার। মোট কর্মসংস্থান ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৪২ জন।
- বিএনপি-জামাত জোটের ৫ বছরে ইপিজেডগুলোর মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৫৯ কোটি ডলার। মোট কর্মসংস্থান ৭৬ হাজার ৭২ জন।
- ৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম ইপিজেডের ১ তলা কারখানা ভবন ৪ তলায় উন্নীত। ১৭ হাজার ৬০০ বর্গমিটার কারখানা ভবন নির্মাণ।
- ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঈশ্বরদী ৪ হাজার ৬৯৮ বর্গমিটার কারখানা ভবন নির্মাণ।
- ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেড ২য় পর্যায় বাস্তবায়নাধীন। ৭ হাজার ৮৭৫ বর্গমিটার কারখানা ভবন এবং ১৩০টি শিল্প প্লট নির্মাণাধীন। ১৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেডের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণাধীন। ৯৭ হাজার ২৫০ বর্গমিটার কারখানা ভবন নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন।
- ৩২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নারী কর্মীদের আবাসন ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঢাকা, কর্ণফুলী ও ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ডরমিটরী এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন।

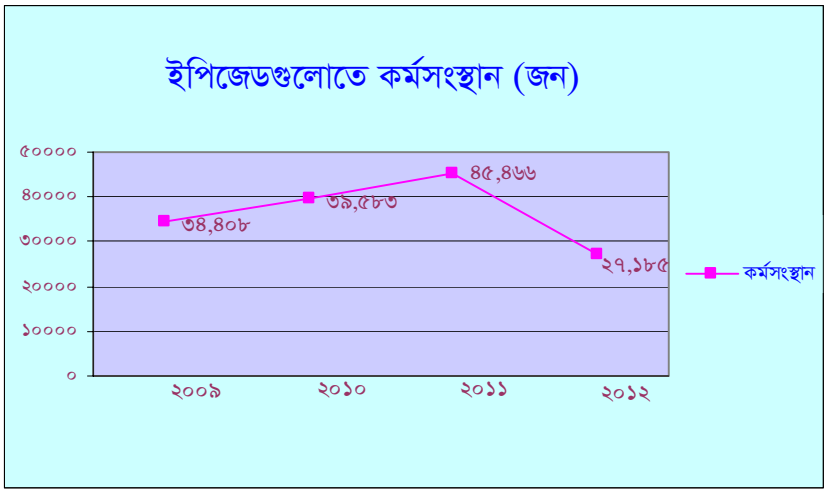

- ইপিজেডগুলোতে চীন, জাপান, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, স্পেনসহ ৩৭টি দেশের বিনিয়োগ।
- রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে আছে তৈরী পোশাক, ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, গাড়ী যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বাই-সাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, পাদুকা ও পাদুকা সামগ্রী, বস্ত্র, এনার্জি সেভিংস বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস্ ও মুখোশ, উইগ, কার্পেট, বাঁশের কফিন, অপটিক্যাল ফ্রেম, সানগ্লাস, খেলনা, হেয়ার ব্রাশ, আই মাস্ক, স্লীপার, হাতবেগ, ওয়ালেট, বেল্ট, পাটজাত পণ্য, টাইলস, হ্যান্ড গ্লাভস।
- ইপিজেডগুলো রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ, ফ্যাশন ও ডিজাইনে বৈচিত্র্য আনায় বিশেষ ভূমিকা পালন।
- ইপিজেডগুলোতে মোট বিনিয়োগ ২৬৯ কোটি ৯২ লক্ষ ডলার। মোট রপ্তানি ৩ হাজার ১৮৯ কোটি ডলার। মোট কর্মসংস্থান ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ২৬৩ জন। যার ৬৪ শতাংশ নারী।
- ইপিজেডগুলোতে সবুজ উৎপাদন নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিল্পে নিজস্ব বর্জ্য শোধনাগারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপিজেডগুলোতে পরিশোধিত পানি সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিটি ইপিজেডে পানি শোধনাগার স্থাপন।
- ইপিজেডগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করতে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে ২৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি সম্পাদিত।
- ইপিজেড এ কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণের জন্য দি ইপিজেড ওয়ার্কারস্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেসন্স আইন প্রণয়ন।
- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ন্যূনতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি।

- শ্রমিকদের ফ্রি লাঞ্চ, খাবার ভাতা, এটেনডেন্ট এলাউন্স, যানবাহন ভাতা, নাইট এলাউন্স, উৎপাদন বোনাস, পোশাক পরিচ্ছদ, ফ্রি মেডিক্যাল সার্ভিস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অর্জিত ছুটির টাকাসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান।
- শ্রমিক কর্মচারীদের পড়ালেখা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি জোনে স্কুল, কলেজ, ডে কেয়ার ও মেডিকেল সেন্টার, ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাড়ি স্থাপন।
- চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক এফডিআই ম্যাগাজিন দি ফাইনান্সিয়াল টাইমস্ এর জরিপে এফডিআই গ্লোবাল ফ্রি জোন অব দি ফিউচার ২০১২-২০১৩ ক্যাটাগরিতে নবম স্থান অর্জন। বিশ্বের ৭০০টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে কস্ট ইফেক্টিভ জোন ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান অর্জন। বেস্ট ইকোনোমিক পটেনসিয়াল ২০১০-২০১১ ক্যাটাগরিতে চতুর্থ স্থান অর্জন।
- বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন।
- দেশের প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম একটি করে অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ। ৭টি প্রস্তাবিত স্থানে প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন। ৫টি স্থান নীতিগতভাবে অনুমোদন।
- কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়ন।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করাসহ এ কাজে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা বিধিমালা প্রণয়ন।

বস্ত্র (২০০৯-২০১২)

- বস্ত্র উৎপাদনে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পর্যাপ্ত বস্ত্রকল স্থাপনে বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান।
- প্রায় ১ হাজার ৪০০ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন।
- পিপিপির আওতায় আধুনিক মেশিনারী স্থাপনের মাধ্যমে বিটিএমসির ঢাকাস্থ বন্ধ মিল স্বল্পতম সময়ে পুনরায় চালু ও লাভবান করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিটিএমসির মিলগুলোতে ৬৯ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন।
- দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা খুলনা টেক্সটাইল মিলকে টেক্সটাইল পল্লীতে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ।

- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর লক্ষ্যে ৪টি নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ডিগ্রীর জন্য ৪টি নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন। এগুলো থেকে প্রতি বছর ৪০০ জন বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৩২০ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন।
- স্থবির হয়ে পড়া বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলজীকে বঙ্গবন্ধু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামকরণ করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর কার্যক্রম চালু।
- ঢাকায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর এবং ৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ।
- মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সিলেটে প্রশিক্ষণ, নকসা উন্নয়ন, বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ৬০০ মনিপুরী তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- রংপুরে একটি তাঁতী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ৫০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২ হাজার ৭৪৪ তাঁতীর মধ্যে ৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ।
- রেশম ও সিল্ক শিল্পের সম্প্রসারণে পদক্ষেপ গ্রহণ। ৩১ লক্ষ তুঁত চারা উৎপাদন।
- ২০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন। ৭ লক্ষ রেশম গুটি উৎপাদন। ৬৮ হাজার কেজি রেশম সুতা উৎপাদন।
- ৬ হাজার ১০০ রেশম চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২৩টি রেশম পল্লী স্থাপন। ৭টি নার্সারী ও ২৭টি চাকী রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন। ৭টি রেশম বীজাগারসহ ১৩টি পলুপালন কেন্দ্রের উন্নয়ন।
- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও জুট টেকনোলজীতে ৯ হাজার ৬৮৬ জনের বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন।
- ৫৫টি রেশন পল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঢাকার তেজগাঁও-এ অবস্থিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।
- স্থানীয় বাজার ও রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পে বস্ত্রের মোট চাহিদা প্রায় ১ হাজার ২৬০ কোটি মিটার। এ চাহিদার বিপরীতে বস্ত্রের স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০ কোটি মিটার।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বস্ত্র কল স্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি উন্নত তুঁত জাত, দেশের আবহাওয়া উপযোগী ৯টি উচ্চ ফলনশীল তুঁত জাত মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর। তুঁত চাষে সাথী ফসল চাষের

প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ৬৮৯ জন তুঁত চাষীর মধ্যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার উন্নত জাতের তুঁত চারা বিতরণ ও রোপণ।

- এই ইনস্টিটিউটে ৬৭ জনকে দীর্ঘমেয়াদী পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সেরিকালচার ও ডিপ্লোমা ইন সিল্ক টেকনোলজী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পাট (২০০৯-২০১২)

- দেশ-বিদেশে পাটের বর্ধিত চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে পাটচাষীদের মধ্যে নব উদ্দীপনা সঞ্চার।
- থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাটের বাজার সম্প্রসারণ।
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) প্রথমবারের মত মুনাফা অর্জন।
- কৃষক পর্যায়ে পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে গণমুখী পাট নীতি প্রণয়ন। পাট ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি। বিভিন্ন জেলা ও মোকামে ১৭৪টি পাটক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। পাট ক্রয়ের জন্য বিজেএমসিকে ৯২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।
- দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা খুলনার পিপলস জুট মিলস এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিলস চালু। এতে ৭ হাজার ২০০ জনের কর্মসংস্থান।
- বিজেএমসি'র ২৭টি পাটকলের মধ্যে ২৩টি চালু। আরো তিনটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়াস্থ কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ ও ফোরাত-কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ লীজে পরিচালিত।
- বিদায়ী শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনা বাবদ ২৬৬ কোটি টাকা প্রদান।
- পাটকলগুলোর ২ হাজার ৮২৮ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ সরকারী বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে "পণ্যের মোড়কীকরণে পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন" প্রণয়ন।
- পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নতুন নতুন পাটজাত পণ্য উৎপাদন দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণ।
- নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলে পাট দ্বারা পাল্প এন্ড পেপার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।
- ডেমরায় আহমেদ বাওয়ানী কটন মিলকে পাট দ্বারা ভিসকস উৎপাদনের জন্য চীনা কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

- বিজেএমসি'র মিলগুলোতে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টন পাটজাত পণ্য উৎপাদন। ৩ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি আয়।
- পাট অধিদপ্তর কর্তৃক ১ হাজার ৯৬০ টন উফশী পাট বীজ উৎপাদন। ২৬ হাজার ৬০০ উফশী পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বেসরকারীকরণ (২০০৯-২০১২)

- দ্রুত শিল্পায়িত দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারীকরণ আইন ও নীতিমালার আলোকে বেসরকারীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের ২৯টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভুক্ত।
- চট্টগ্রাম পার্টিক্যাল বোর্ড এন্ড ভিনিয়ারিং প্ল্যান্ট, ঢাকা ছালাতিন সিন্ডিকেট, টঙ্গী সাতরং টেক্সটাইল মিলস্ এবং নরসিংদী হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার এই ৪টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ।
- আরও ২টি প্রতিষ্ঠান বিক্রির লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান।
- ৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে দায় দেনা বাবদ ৩৮ কোটি টাকা আদায়।
- প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এ পর্যন্ত ৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং অন্যভাবে ২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ।
- বেসরকারীকৃত ৭৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪৪টি প্রতিষ্ঠান বেশ লাভজনক অবস্থায় চালু। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেসরকারীকরণের পূর্বে জনবল ছিল ৩১ হাজার। বর্তমান জনবল ৯০ হাজার।
- ১৬টি প্রতিষ্ঠান অচিরেই চালু করার প্রক্রিয়া শুরু।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন ও সংস্থা কর্তৃক বেসরকারীকরণকৃত ৭৭টি প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রকাশ।
- কমিশন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত অব্যবহৃত জমি আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে ইজারা প্রদানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও কার্যক্রম শুরু।